105

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২ ...

পাবলিক পরীক্ষা

প্রতি থানায়

পাবলিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, আগামীতে থানা সদরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র থাকিবে না। এক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য স্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দও নিজ স্কুল-কলেজ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকিবেন না। অন্য কেন্দ্রে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হইলে বস্তুতঃপক্ষে নিম্নরূপ সমস্যার সৃষ্টি হইবে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের এমন অনেক থানা রহিয়াছে যেখানে থানা সদরে কোন স্কুল/কলেজ নাই। স্কুল/কলেজগুলির অবস্থান থানা সদর হইতে ৩/৪ কিঃ মিঃ দূরে গ্রাম বা ইউনিয়নে, যেমন চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানা ও নেত্রকোনা জেলার কলিয়াজুরি থানা। এমতাবস্থায় সরকারের সিদ্ধান্ত পালন করিতে হইলে এসব থানায় অবশ্যই থানা সদরে নূতন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে অথবা পরীক্ষা গ্রহণের জন্য থানা সদরে পৃথক ভবন তৈরী করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য স্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হইলে সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করিবে। বিশেষ করিয়া থানা পর্যায়ে যদি ধরা হয়, বর্তমানে থানার বাহিরে গ্রাম বা ইউনিয়নের স্কুল বা কলেজগুলি বা কেন্দ্রগুলির পরীক্ষা থানা সদরে অনুষ্ঠিত হইবে। যেহেতু এক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্য স্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হইবে সঙ্গতকারণে থানা সদরে স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্য থানার কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হইবে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, যেখানে ছেলে-মেয়েদের ফরম ফিলাপের টাকা জোগাড় করিতে পারেন না সেখানে অন্য থানায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো অনেক অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তৃতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া একই সমস্যায় পড়িবেন। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রতিটি থানায় কমপক্ষে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়া শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অধিকতর ক্ষমতা প্রদান, তদারকীর ব্যবস্থা জোরদার ও জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখার ব্যবস্থা করুন।

মিসেস নুরুন নাহার হক
আমান গন্ডা, ঘোলপাশা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।